মেহেরপুরে রোভার অঞ্চলের

সুপারদের নিয়ে দিনব্যাপী

ওয়ার্কশপ

মেহেরপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ও রোভার অঞ্চলের সহযোগিতায় সুপারদের নিয়ে দিনব্যাপী গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে । মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে হল রুমে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যাক্ষ প্রফেসর এ কে এম সোলায়মান আলী।

অনুষ্ঠানে অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আরডিসি মোঃ আরাফাত হোসেন,, খুলনা বিভাগীয় রোভার লিডার প্রতিনিধি প্রফেসর শহিদুল ইসলাম, ডঃ তওফিক এলাহী, শরীফউদ্দীন এলটি, অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা রোভারের কমিশনার সরকারী মহিলা কলেজের উপাধ্যাক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, জেলা রোভারের কোষাধ্যাক্ষ হাজী রমজান আলী, জেলা রোভারের সম্পাদক ফররুখ আহমেদ, ডিআরএসএল আনোয়ার হোসেন, জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার ও মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকঃ এন্ড বিএম কলেজের আরএস এল এস এম রফিকুল আলম বকুল, জেলা রোভারের যুগ্ন সম্পাদক আলমগীর হোসেন সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাক্ষ ও সুপাররা উপস্থিত ছিলেন ।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় রোভারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

ঝিনাইদহে সা’দ বিরোধীদের প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

মাওলানা সা’দ পন্থীদের জেলায় জেলায় ইজতেমা আয়োজনের প্রতিবাদে

ঝিনাইদহে সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেছে সা’দ বিরোধীরা।

মঙ্গলবার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে জেলা ওলামা মাশায়েখ ও তৌহিদী জনতা এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।প্রতিবাদ সভায় জেলার ৬ উপজেলা থেকে আসা ওলামায়ে কেরাম ও তৌহিদ জনতার নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এসময় বক্তরা বলেন, সা’দ পন্থীরা জেলায় জেলায় ইজতেমা করার ঘোষনা দিয়েছেন, এতে তাবলীগের মেহনতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, ফেতনা সৃষ্টি করবে।

যা সঠিক আকিদায় বিশ্বাসি মুসল্লিগণ ও ওলামায়ে কেরামগণ মেনে নিবেন না। তারা জেলায় জেলায় ইতজেমা বন্ধ করার আহ্বান জানান।

সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে ডিসি অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে তারা তাদের দাবি সম্বলিত স্বারকলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করে।

ঝিনাইদহে কসাসের বসন্ত ও পিঠা উৎসব

‘নবপুষ্পের কলরবে জাগিবো মোরা, বসন্তের কলতানে মাতিবে ধরা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বসন্ত ও পিঠা উৎসব করেছে জয়বাংলা ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সংগঠন কথন সাংস্কৃতিক সংসদ (কসাস)। মঙ্গলবার দিনব্যাপি সরকারি কে সি কলেজ চত্বরে এ ব্যতিক্রমী

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের ৩০ জন সন্তানকে ফুল উপহার দেন অতিথিবৃন্দ। এসময় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কসাসের সভাপতি হাসানুজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বিএম রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ অশোক কুমার মৌলিক, কেসি কলেজ শিক্ষক পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধাণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, কসাস সাংস্কৃতিক সংসদের প্রধান উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, কসাসের সাবেক সভাপতি উম্মে সায়মা জয়া, সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ আদিত্য বিশ্বাসসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসবের। এতে নানা প্রকার পিঠার পসরা সাজিয়ে স্টল প্রদর্শণ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুপুরে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সাথে মধ্যহ্নভোজনে অংশ নেন অতিথি ও কসাসের নেতৃবৃন্দ।
সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সন্তানদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতেই এ আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে মাদকসহ ২ জন আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালা-লক্ষীপুর এলাকা থেকে মাদকসহ ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ভোররাতে সদর উপজেলার কালা-লক্ষীপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা এলাকার মিজানুর রহমানের ছেলে শাহিন হোসেন ও দর্শনার ছোট বলদিয়া গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে মামুন মিয়া।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার জানান, নসিমন যোগে মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের কালা-লক্ষীপুর এলাকায় চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। এসময় চুয়াডাঙ্গা থেকে মাগুরাগামী একটি নসিমন তল্লাসী করে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা ২৬ কেজি গাঁজা ও ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ মামুন মিয়া ও শাহিন হোসেন নামের দুইজনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা হয়েছে।

মেপ্র/আরজেএম

মেহেরপুরে চুক্তিবদ্ধ ধান বীজ উৎপাদকারী চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মেহেরপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আওতাধীন চুক্তিবদ্ধ বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের নিয়ে বোরো ধান বীজ উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী মেহেরপুর বিএডিসির প্রশিক্ষণ রুমে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর বিএডিসির উপপরিচালক এনামুল হকের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি (ঢাকা সার্কেল) এর যুগ্ম পরিচালক মুস্তাক আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক হাসমত আলী মিঞা, কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান দেওয়ান, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. আকতারজ্জুমান, মেহেরপুর বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ, সহকারি পরিচালক কামরুল হক মিয়া।

প্রশিক্ষণে চুক্তিবদ্ধ ৫০ জন চাষী অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরের ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার ৯০ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই শহীদ মিনার। দেশপ্রেম, ভাষা প্রেম, নাগরিক চেতনা গড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শহীদ মিনার না থাকায় শিক্ষার্থীরা একুশে ফ্রেব্রুয়ারির চেতনা থেকে দুরে থেকে যাচ্ছে।

একুশ পেরোনোর ৬৮ বছর পরেও সেই অব্যক্ত ক্ষুধা থেকেই যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তবে জেলা প্রশাসন থেকে আগামি বছর জেলার সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতা মুলকভাবে শহীদ মিনার বাস্তবায়ন করার কথা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে মাধ্যমিক ও কলেজ রয়েছে ১৬৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩০৮টি এবং কিন্ডার গার্টেন রয়েছে ১৬৯টি। সব মিলিয়ে ৬৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এ জেলায়। এর মধ্যে মাত্র ৪৯টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে। প্রাইভেট ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠান গুলোর একটিতেও নাই শহীদ মিনার।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলেজে মাদ্রাসা, ভোকেশনাল ও স্কুল এন্ড কলেজ রয়েছে ১৬৮টি।

এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩৯টি, কলেজ রয়েছে ৪টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১১টি, ভোকেশনাল ১টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৩টি। এর মধ্যে ১২টি শহীদ মিনার রয়েছে।

গাংনী উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৫টি, কলেজ রয়েছে ৮টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১০টি, ভোকেশনাল ১টি, স্কুল এন্ড কলেজ ৩টি। এর মধ্যে ২০টিতে শহীদ মিনার রয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলায় নিম্ম মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে

১৬টি, কলেজ রয়েছে ২টি, মাদ্রাসা রয়েছে ৪টি, ভোকেশনাল ১টি। এর মধ্যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে।

এদিকে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তাদের চিত্র আরো করুণ। জেলার তিন উপজেলায় ৩০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলার ১০৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টিতে, গাংনীতে ১৬১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১টিতে এবং মুজিবনগর উপজেলায়৩৮টির মধ্যে ১টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে।

জেলা জাসদের সভাপতি ওমর আলী জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শহীদ মিনার না থাকা অত্যন্ত দু:খজনক ও লজ্জাস্কর। বর্তমান সরকারের দ্রুত এ দিকে নজর দেওয়া উচিত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহা. ফজলে রহমান বলেন, ৩০৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। বিদ্যালয় গুলোতে ভবন নির্মানের প্রকল্পে শহীদ মিনার নির্মান ট্যাগ করে দিলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মান করা সম্ভব ।
জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আমান উদ্দিন মন্ডল বলেন, জেলার এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নাই সেটি বোধগম্য নয়। আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন মহলকে জানানো হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, শতকরা ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নেই এটি খুবই দু:খজনক। ইতিপূর্বে বিষয়টি অনুধাবন করে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর মাধ্যমে জেলা পরিষদ থেকে বেশ কিছ’ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার তৈরি জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদে প্রকৌশলী না থাকায় সেগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামি বছরের ২১ শে ফেব্রুয়ারির আগেই জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার গড়ে তোলা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ফ্রিজ ৩টি তুলে দেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, ইলেকট্রনিক গ্যালারীর ব্যবস্থাপক শরিফুল ইসলাম।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে কলকাতার ২০ সাইকেল আরোহী

সাইকেল চালিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ২০ সদস্যের দল কলকাতা থেকে এখন বাংলাদেশে। উদ্দেশ্য, ২১ শে ফেব্রয়ারী প্রভাত ফেরিতে অংশ নেওয়া। আর এ জন্য তাদের সাড়ে ৫০০ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে। দর্শনা সীমান্ত হয়ে গত রবিবার সন্ধায় মেহেরপুর মুজিবনগর পৌছায় এই প্রতিনিধি দল।

বাংলা ভাষার বিকৃতি ঠেকানো, ভাষার শুদ্ধতা, মর্যাদা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওপার বাংলার কলকাতা থেকে আসা “ভাষার সূত্র” নামের সংগঠনের। গত রবিবার কলকাতা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে সাইকেল শোভাযাত্রা শুরু করে। ২০১২ সাল থেকে বাংলা ভাষার বিকৃতি ঠেকানোর জন্য প্রতিবছর এ শোভাযাত্রা করেন তারা।

গতকাল সোমবার সকালে তারা মুজিবনগর দিয়ে শুরু করে মেহেরপুরের বিভন্ন যায়গা ঘুরে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

ভাষার সূত্র সংগঠনের দলনেতা বিপ্লব কুমার দত্ত বলেন, বাংলা শুধু কাটাতারের মধ্যেই বিভক্ত। ভাষা ও সংস্কৃতিতে আত্মার আত্মীয়। কাটাতারের বেড়াকে তারা ছিন্ন করে দুই বাংলাকে মেলবন্ধন ঘটাতে চান। বাংলা ভাষার জন্য যারা রক্ত দিয়েছন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই সাইকেল শোভাযাত্রা।

আরেক সদস্য স্বরস্বতী রায় বলেন, বাংলা ভাষার যে উৎপত্তি, বাংলা ভাষার যে প্রয়োগ, যে ব্যাখা সেটি অন্যান্য ভাষা থেকে হাজার গুণে

সমৃদ্ধ। একমাত্র ভাষা বাংলা যার জন্য বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো শুধুশুধুই বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। শুধু সংখ্যা ও গুণগত মান বিচার করে নয়, বাংলা ভাষা সবদিক থেকে সমৃদ্ধ। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষার চেতনা, বাংলা ভাষায় উদ্বৃত্ত হওয়া এবং মানুষকে সেগুলো জানানো।

সদস্য তপন কুমার রায় বলেন, বাংলা কখনও হয় না ভাগ, বাংলা ভাষায় আমরা এক। দুটো দেশের ভাষা এক সুতরাং আমরা কোন আলাদা জাতি নয়।

সদস্য সুদিপ্ত পাল বলেন, বাংলা ভাষার সুমহান ঐতিহ্য বাংলাদেশ বহন করছে। বাংলাদেশ একটি পবিত্র ভূমি যেখানে ভাষার জন্য মানুষ শহীদ হয়েছেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মহয়েছিল। এ জন্য আমরা অত্যান্ত গর্ব বোধ করি। ২১ শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সাইকেল শোভাযাত্রাটি কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে আরম্ভ করে দর্শনা, মুজিবনগর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ হয়ে শহীদ মিনারে পৌছাবেন।
এ বছরের শোভাযাত্রাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেছেন তারা।

মেপ্র/ইএম

স্ত্রীর গায়ে আগুন ধরিয়ে সেই আগুনে পুড়লেন স্বামীও

ঝিনাইদহে স্ত্রী পিংকির (২০) গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন স্বামী সৌরভ (২৭)। এতে আত্মরক্ষার্থে পিংকি তার স্বামীকে জাপটে ধরলে দুজনেই অগ্নিদগ্ধ হন। পরে গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

গত রবিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে পৌর শহরের নতুন হাটখোলা এলাকায়

এ ঘটনা ঘটে।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পুলিশ জানতে পেরেছে- বেশ কিছুদিন আগে শহরের আদর্শপাড়া এলাকার সাত্তার মণ্ডলের ছেলে সৌরভের সঙ্গে একই এলাকার মুন্না বিহারীর মেয়ে পিংকির প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে বিরোধ হলে ওই মেয়ে সৌরভের নামে থানায় মামলা করে।

পরে বিয়ের শর্তে মামলার মীমাংসা হওয়ার পর দুই মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। এরপর থেকেই উভয়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় বিকালে স্ত্রীর কাছে দুই হাজার টাকা দাবি করে সৌরভ। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে পিংকির গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। এ সময় আত্মরক্ষার্থে স্বামী সৌরভকে জাপটে ধরলে তার গায়েও আগুন লেগে যায়। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় ওই মেয়ের পরিবারকে থানায় অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আমরাও ঘটনাটির সঠিক অনুসন্ধান করছি।’

এ দিকে, সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মুসলিমা স্বপ্নীল সাংবাদিকদের জানান ‘মেয়েটির শরীরের ৮০ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। ফলে তাকে ঢাকায় বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করা হয়েছে। তবে তার স্বামীর শরীর তুলনামূলক কম পুড়েছে। হাসপাতালেই তার চিকিৎসা চলছে।

মেপ্র/আরপি